মূল শব্দাবলী
বিবাহ
প্রতিকূলতা
ইবাদত করা / সেবা প্রদান করা

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

9 May 2025 / 11 Zulkaedah 1446H

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَٱلشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَٱمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ رِضْوَانِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আজকের এই পবিত্র দিনে, আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার নিকট দোয়া প্রার্থনা করি যেন তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া অবিচল থাকে। আমরা এবং আমাদের পরিবার যেন তাঁর দেয়া সকল আদেশ মেনে চলতে পারি এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

ইসলামে বিশ্বাসী সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ ব্যবস্থার ওপর আমরা আলোকপাত করব। সাধারণতঃ বিবাহ অনুষ্ঠানগুলিতে আমরা দেখি একজন কাজী বিয়ে পড়ানোর সময় যে দোয়াটি পাঠ করেন, তা সুরা রুম-এর ২১ নম্বর আয়াত থেকে নেয়া যার অর্থ হলোঃ

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

অর্থঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন,[১] যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও[২] এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন।[৩] চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

এই আয়াতটি আমাদের ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর প্রথমটি হলো, সাকিনা, যার অর্থ ধীরস্থির অবস্থা ও প্রশান্তি। দ্বিতীয়টি হলো মাওয়াদ্দাহ যা মানুষের প্রেম ভালবাসার সেই উষ্ণতাকে বোঝায় যা স্বামী স্ত্রীকে বিবাহের শ্রেষ্ঠ ফললাভের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। ?

আর এর শেষ বৈশিষ্ট্যটি হলো – রাহমাহ –যা বলতে দুজন সঙ্গীর দুজনের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শনের কথা বুঝায়।

এতদসত্বেও, আমরা জানি যে কোন বিবাহিত জীবনই প্রতিকূলতা বা সঙ্কটমুক্ত নয়। প্রায়শই এগুলির উদ্ভব ঘটে দুজনের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন একপক্ষ তার চাওয়া, প্রত্যাশা, নৈরাশ্য বা অতৃপ্তির কথা অন্য পক্ষকে ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয় তখন। তাঁরা

নিজেরাই তখন নিজেদের মধ্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে যা তাঁদের সম্পর্কটিকে আরো তিক্ততার দিকে ঠেলে দেয়।

আরো বলা যায় যে, দিনে দিনে অধিক সংখ্যক দাম্পত্য যুগল তাঁদের নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণ রক্ষার জন্য কর্মে লিপ্ত থাকছেন। কর্মক্ষেত্রে সংগ্রাম এবং বাড়ির বাইরের সামাজিক জীবন দাম্পত্য জীবনে এমন চাপ সৃষ্টি করতে পারে যেটা সম্পর্কে তাঁদের দুজনের হয়তো কোন ধারণাই থাকে না। কখনো কখনো সন্তান পালনে বাবা-মা'র দায়িত্ব পালনে যে চাপ পরিলক্ষিত হয় তা বাবা-মা দুজনকেই বহণ করতে হয়। একইভাবে, শশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আচরণেও অনেকসময় সম্পর্কে প্রকূলতার সৃষ্টি হয়। যদি, এগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা না হয়, তবে তা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এইসব উদাহরণগুলির কথা শুনে মনে হতে পারে যে বিবাহ ব্যবস্থাটি একটি অত্যন্ত গুরুভার ও কঠিন একটি ব্যবস্থা। সম্মানিত ভাইয়েরা, এইখানেই বিবাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরী। এটা বিপদসংকুল জীবন সমুদ্রে বিবাহ নামক তরীটিকে সঠিক পথে দিক নির্দেশনায় সাহায্য করে।

<u>প্রথম ধারণাঃ বিবাহ একপ্রকারের ইবাদতস্বরূপ</u>

নর-নারীর মধ্যে বিবাহকে দীর্ঘস্থায়ীত্ব দেয়ার জন্য মানুষ টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি, আবেগ-কর্মশক্তি ইত্যাদি নানা প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিবাহের পিছনে ব্যয় করতে হয়। এই বিবাহকে যদি আমরা ইবাদত বা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের অধীনতা হিসাবে গণ্য করি তবে তা যথার্থ হবে বলে উপনীত হয় । এটা জেনে রাখবেন ভাইয়েরা আমার, যে বিবাহ হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে লম্বা একটি ইবাদত। যদি আমরা এইভাবে নিয়ত করে থাকি তবে বিবাহের জন্য প্রতি মিনিটে, প্রতিটি ত্যাগের প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমরা ইবাদত পালন করছি বলে মনে হবে।

তাই, জীবনসঙ্গী হিসাবে আমাদেরকে সর্বদা আমাদের অপর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর দিকটি সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার সঙ্গে দেখতে হবে। । আমাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীও একইভাবে একইসঙ্গে এই ইবাদতটি

পালন করে চলেছেন। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়, আমাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী-ই হলেন আমাদের জীবনের চিরসঙ্গী ও সান্ত্বনাদানকারী

অনেক সময়ে যখন আমরা ক্রোধান্বিত বা হতাশায় পতিত হই তখন আমাদের জীবনের আনন্দময় ও সুখী সময়গুলোর কথা মনে করার চেষ্টা করা উচিত। যখন আমাদের জীবনসঙ্গীর কোন দুর্বলতা আমাদের নজরে আসে, যদি এইসব দূর্বলতা আমাদের জীবনে খুব ক্ষতি করে না ফেলে তবে তখন তাঁর সেই আচরণের সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা যায় এবং সেই আচরণের ভাল এবং শক্তিশালী দিকের কথা মনে করা যায় । এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমাদের নবী করিম (সঃ) এই নীতিকে সর্বদা উতসাহিত করতেন তিনি বলতেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নারীকে কখনই ঘৃণা করা উচিত না। যদি সে তাঁর কোন একটি আচরণ পছন্দ না কওরে থাকেন তবে তাঁর অন্য একটি আচরণ নিশভচয়ই তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। (মুসলিম)

দ্বিতীয় ধারণাঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সন্তুষ্টমত বিবাহ মানুষের সকল প্রয়োজন ও চাহিদা একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ করে। (মুসলিম)

এই ধরণের সম্পর্ক থেকে এটা আশা করা যায় যে স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার একটি বন্ধন তৈরী হবে যা তাদের দুজনের সম্পর্কের বন্ধনকে আরো মজবুত করবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যখন শারিরীক ও আবেগপূর্ণ চাহিদাগুলি পূরণ না হয় তখন বিবাহের মধ্যে অবিশ্বাস জন্ম নেয়।

একটি খোলামেলা সমাজে, প্রত্যেক মানুষের জন্য যারা মাহরাম না তাদের সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে কাজ করা উচিত। এটা এমনকি অন-লাইনে কাজকর্ম যেমন হোয়াটস্যাপ, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্যদিকে, এইসব সীমা লংঘন করার অর্থ হবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রোষকে আমন্ত্রণ জানানো।

আরো মনে রাখবেন সম্মানিত ভাইয়েরা যে, সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দুই পক্ষেরই প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কাজের চাপ, বন্ধুদের চাপ বা সন্তান লালন পালনের চাহিদা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে হতে পারে না।

ধর্মে বিশ্বাসী সম্মানিত ভাইয়েরা,

আসুন, সাকিনা, মাওয়াদ্দাহ এবং রাহমার ভিত্তির ওপর স্থাপিত বিবাহ ব্যবস্থা ও পরিবারকে সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা;আলা যেন আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন আমাদের বিবাহ ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করেন যা কিনা আমাদের ইহকালে ও পরকালে আনন্দের একটি উৎস হিসাবে পরিগনীত।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.